তারিখ ... 25 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 8 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

আমার সহপাঠী কাঁচা সোনা তরুণেরা

রাজু আহমেদ

তোমাদের জন্য গর্ব অনুভব করি কেননা তোমরা তরুণ। তারুণ্যের সীমাহীন শক্তি তোমাদের চোখে-মুখে। যুগ-যামানা বদলে দিতে তোমরা তুলনাহীন। ধ্বংসের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সুনিপুণভাবে গড়ার সক্ষমতা তোমাদের বাহু ও মগজে রয়েছে। দুর্বলরা তোমাদের দেখে সাহস পায়, নির্যাতিতরা তোমাদের পানে চেয়ে ভরসা পায়। সেই অতীতকাল থেকে তোমাদের বয়সী তরুণরাই ক্ষণে ক্ষণে বদলে দিয়েছে পৃথিবীর রূপ-রঙ। নতুনভাবে লিখতে বাধ্য করেছে ইতিহাস। সৃষ্টি করেছে স্বকীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, আনয়ন করেছে দর্শন-চিন্তার। তোমরা তারেক বিন যিয়াদ, মীর কাসিমের উত্তরসূরি। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ কিংবা নব্বই এর স্বৈর-শাসকের পতনে তোমাদের ভূমিকা ছিল সর্বজন প্রশংসিত। অতীতে তোমাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ হিম্মত ছাড়া এদেশের কোনো কল্যাণকামী সিদ্ধান্ত আলোর মুখ দেখেনি। তোমরা তরুণ, নব্য তুর্কি। আলোর মিছিলের সর্বাগ্রে তোমাদের অবস্থান। তোমাদেরকে ঘিরেই এ জাতির সকল স্বপ্ন-আশা। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের নামটি সোনার অক্ষরে সাঁটিয়ে দেওয়ার গুরুভারও তোমাদের কাঁধে। আশা নয় বিশ্বাস, তোমরা পারবে, তোমাদেরকে পারতেই হবে। এ চাওয়া নির্দিষ্ট কোনো তরুণের কাছে নয় বরং আমাদের তারুণ্যের সীমাহীন শক্তির কাছে। তারুণ্যই বুক উঁচিয়ে অসত্যের বিরুদ্ধে লড়তে পারে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে, অবিচারকে দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংস করে দিতে পারে। তারুণ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবন বাজি ধরতে পারে, আপন স্বার্থ বিলিয়ে দিয়ে অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। অনায়াসে অসাধ্য সাধন ক্ষমতা শুধু তারুণ্যের মাঝেই সুপ্ত থাকে। তারুণ্যকে ঘিরে স্বপ্ন আঁকা জাতি কখনো নিরাশ হয়নি, হবেও না।

যে তারুণ্যকে ঘিরে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের অসীম স্বপ্ন সেই তারুণ্য আজ মারাত্মকভাবে জরায় জর্জরিত। জঙ্গিবাদের সঙ্গে আজ তারুণ্যের নাম জড়িয়ে, গুলশান ট্র্যাজিডিতে নিহত তরুণ, পাকড়াও তরুণ, দেশের বৃহত্তম ঈদগাহে হামলাকারী তরুণ, হতাহত তরুণ, পিতা-মাতার হন্তারক তরুণী-ঐশী, অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত তরুণ, ছাত্র হয়েও অ-ছাত্রসুলভ আচরণে তরুণ, মা-বোনকে উত্ত্যক্তকারী তরুণ, অস্ত্র উঁচিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার নেতৃত্বে তরুণ, মাদকসেবী তরুণ, মাদকের টাকা না পেয়ে রক্তের সম্পর্কীয়দের খুনি তরুণ,

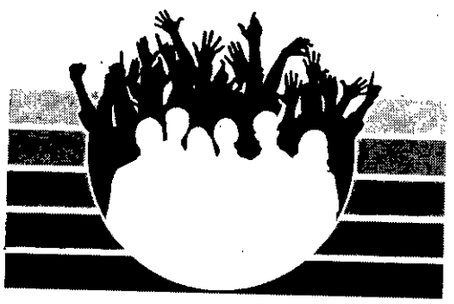

টেন্ডারবাজিতে তরুণ, চাঁদাবাজিতে তরুণ, দখলবাজিতে তরুণ। আজ লজ্জায় কুঁকড়ে উঠি। যে তারুণ্য জাতি গঠনে নেতৃত্ব দিবে, তারাই আজ অধঃপাতের সিঁড়ির চূড়ান্ত ধাপে পদার্পিত। যে সমাজ তারুণ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না জানে-তাদের উন্নতির চিন্তায় গুড়ে-বালি। আমরা কি তবে হেরে যাচ্ছি? বিপথগামী তারুণ্যের জন্য কার উপরে বর্তাবে দায়?

তারুণ্যের লেলিহান শক্তির অপব্যবহারের জন্য যখন তাদের অভিভাবক জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, লজ্জিত হয়, ক্ষমা ভিক্ষা চায়-সেটা কি তারুণ্যকে আঘাত করে না? তরুণের ক্রোধ কি এতোটাই হিম হয়ে গেল? আমাদের তরুণ তুর্কিদের এমন অধোগতি সজ্ঞানে কিভাবে সহ্য করা যায়? আমরা তো সেই তরুণদের চেয়েছিলাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা বজ্র হাত হবে, সর্বদা গড়ার সাধনা করবে। আমরা কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিলাম, আমাদের তরুণরা গড়ার বিরুদ্ধে ধ্বংসের ঝান্ডা ওড়াবে। এমন ভীতিকর ভাবে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ম্লান করবে। ওহে তারুণ্য! কোথায় তোমাদের দেশপ্রেম? তরুণদেরকে ধ্যানী নয় কর্মী হিসেবে চেয়েছি কিন্তু কুকর্মী হিসেবে তো আকাঙ্ক্ষা করিনি।

যা হয়েছে দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যাও। তোমরা জাগো, তারুণ্যের আদর্শে আদর্শিত হয়ে। তোমরাই পারবে এদেশের সম্মান রক্ষা করতে। তারুণ্যের বয়সে যথেষ্ট প্রজ্ঞা-সজ্ঞার অধিকারী তোমরা হয়েছ। কেন ভুলে যাচ্ছ, তোমাদের থেকে শিখেই মানুষ আদর্শে বলীয়ান হবে। কেউ উল্টা-পাল্টা বোঝালে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। এটা তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শুধু তোমাদের নিয়েই সমাজ গঠিত নয়। সমাজে তোমার বাবা-মাসহ সকল অভিভাবককে মাথা উঁচু করে বাঁচতে দাও। তোমাদের কাজে যদি তাদেরকে লজ্জিত-অপদস্থ হতে হয় তবে সেটা কি তোমাদের জন্য লজ্জা নয়, তারুণ্যের প্রতি আঘাত নয়? কোন বিবেকে তোমরা মাদকসেবী হচ্ছো, জঙ্গিবাদের মত সন্ত্রাসবাদে নিজেদের নাম তুলছ? সুন্দর পৃথিবীতে কি তোমাদের সুন্দরভাবে বাঁচতে ইচ্ছা করে না? তোমাদের পূর্বসূরিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাবে, সকল জঞ্জাল উচ্ছেদ করবে। অথচ তোমরা সে আদর্শের কথা ভুলে নতুনভাবে জঞ্জাল তুলছ? বলো, এটা কি তরুণদের কাজ? তারুণ্যের সঙ্গে মানানসই?

● লেখক : শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ৪র্থ বর্ষ,
সরকারি বি এম কলেজ বরিশাল